সাত কলেজ নিয়ে এমন টানাহেঁচড়া কাম্য নয়

বিমল সরকার

৩০ জুলাই, ২০১৯ ০০:০০ | পড়া যাবে ৭ মিনিটে

Share 3

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, বেশ সংশয়-সন্দেহ আর অবিশ্বাস-অনিশ্চয়তার দোলাচলের মধ্য দিয়ে চলছে দেশের শিক্ষা, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম। বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে বহুল আলোচিত বিষয়াদির মধ্যে 'সাত কলেজ' প্রসঙ্গটি বেশ পুরনো এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আলোচিত সাতটি সরকারি কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই রেখে দেওয়া হবে, নাকি ফিরিয়ে দিয়ে আগের মতোই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে চলবে–এর চেয়েও আজ বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে যে শিক্ষা ক্ষেত্রে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে আসলে এসব হচ্ছেটা কী! সরকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও হাজার হাজার বা লাখ লাখ শিক্ষার্থীর মনে আস্থা আর বিশ্বাসের ভিতটি কিভাবে, কোন পরিপ্রেক্ষিতে এত সংকুচিত হয়ে গেল? প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০১৭ সালে ঢাকার সাতটি সরকারি কলেজ–ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, তিতুমীর কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, সোহরাওয়ার্দী কলেজ, মিরপুর বাঙলা কলেজ ও সরকারি বদরুন্নেসা মহিলা কলেজকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনতা থেকে আলাদা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। প্রকৃত অর্থে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা দেওয়ার পর থেকেই এ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে টানাপড়েনের সৃষ্টি হয়। আরো পরিষ্কার করে বললে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মধ্যে শুরু হয় ঠাণ্ডা লড়াই। উভয়ের মধ্যে চলে চিঠি চালাচালি, শিক্ষার্থীরা নামে রাজপথে আর এভাবেই ওদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবন বিভ্রান্তি ও অনিশ্চয়তার দিকে গড়াতে শুরু করে। সাত কলেজ ইস্যুতে দফায় দফায় এ পর্যন্ত কয়েকবারই রাজপথ উত্তপ্ত হয়েছে। আন্দোলনে নেমেছে কখনো সাত কলেজ, কখনো বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। টানাহেঁচড়ার মধ্যে পড়েছে সাত কলেজের আনুমানিক দুই লাখ ভাগ্যবিড়ম্বিত শিক্ষার্থী। ফলস্বরূপ গত পাঁচ বছরে অন্য কিছু যেমন তেমন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান শিক্ষার্থীদের সেশনজটের সমস্যাটি অনেকটাই বলা যায় সামাল দিয়ে উঠলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন উল্লিখিত সাতটি কলেজের শিক্ষার্থীদের এখনো প্রায় দেড় বছরের সেশনজটের বোঝা বহন করে চলতে হচ্ছে। এক চরম অনিশ্চয়তার দিকে হেঁটে চলতে হচ্ছে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে।

কলেজ অধিভুক্তি কার্যক্রমটি আমাদের দেশে প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েই শুরু হয়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) সব কটি কলেজই (মোট ১১টি) ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলেও শর্তানুযায়ী এর ১০ মাইল ব্যাসার্ধের বাইরের কলেজগুলোর পরিচালনা-নিয়ন্ত্রণ-তত্ত্বাবধানের ভার ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হওয়ার আগ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরই ন্যস্ত ছিল। পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল শুধু ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত গড়ে ওঠা 'ঢাকা শহর ও আশপাশের এলাকার' মাত্র সাতটি (ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, উইমেন্স কলেজ প্রভৃতি) কলেজ। পাকিস্তান সৃষ্টির সময় নিজের অধীন আটটি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেড়ে দেওয়া ২৭টিসহ সর্বমোট ৫৫টি কলেজ নিয়ে পূর্ববঙ্গ এলাকার একমাত্র এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে নতুন ভাবধারায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। ১৯৫৩ সালে রাজশাহী এবং ১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিকে দেশে নতুন নতুন কলেজ স্থাপনের কাজ চলতে থাকে। নিজস্ব একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করা ছাড়াও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরই কলেজগুলোর এফিলিয়েশিনবিষয়ক দায়দায়িত্বও বর্তায়। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হলো। ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মোটামুটি সুষ্ঠুভাবে বা তাদের সাধ্যানুযায়ী এফিলিয়েটিং দায়িত্ব পালন করে যায়।

বিগত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই দ্রুত, বলা যায় অস্বাভাবিক গতিতে বাড়তে থাকে। ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ২১৮টি এবং রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সব মিলিয়ে ডিগ্রি স্তরের মোট প্রায় ৫০০ কলেজ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর। দায়িত্বভার হস্তান্তর করে পুরনো ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। নিজেদের সরাসরি শিক্ষার্থীদের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো।

এদিকে প্রতিষ্ঠার মাত্র ১০ বছরের মধ্যে (১৯৯২-০২) বাড়তে বাড়তে মোট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১১০০-এ উন্নীত হয়। ঘটনাটি আমাদের মতো দেশের জন্য অনেকটা অবিশ্বাস্যই বটে। গত ১৭ বছরেও (২০০২-১৮) ডিগ্রি স্তরে পাঠদানোপযোগী প্রতিষ্ঠান দ্বিগুণ বেড়ে বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এমন কলেজের সংখ্যা দুই হাজার ৩০০-র মতো। এগুলোর মধ্যে সর্বশেষ ঘোষিত ৩০০সহ সরকারি কলেজ রয়েছে ৬০০-র বেশি। পাস কোর্স ছাড়াও অন্তত ৮০০ কলেজে অনার্স এবং ১৫০টি কলেজে মাস্টার্স কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে। একেকটি কলেজে ২০ কিংবা ৩০, এমনকি ৪০-৫০ হাজার শিক্ষার্থী। ইতিমধ্যে সেশনজট প্রকট আকার ধারণ করেছে। দেশব্যাপী এত কলেজে সুষ্ঠুভাবে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা, সময়মতো পরীক্ষা নেওয়া, ফল প্রকাশসহ বিভিন্ন কাজে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একেবারে ত্রাহি দশা। এ অবস্থায় পাঁচ বছর আগে ২০১৪ সালের ৩১ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শনে গিয়ে সরকারি কলেজগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনতা থেকে আলাদা করে আগের মতোই পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। তারপর হলো কী–মান-অভিমান, দর-কষাকষি, চিঠি চালাচালি, এটা-ওটা করেই বছর তিন (২০১৪-১৭) পার! এমন সব টানাপড়েনের পর ২০১৭ সালে নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত হলো; কিন্তু পরিমাণে খুবই সামান্য। মোট সাড়ে ৬০০ সরকারি কলেজের (নতুন ৩০০সহ) মধ্যে শুধু রাজধানী ঢাকা থেকে মাত্র সাতটি কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেওয়া হয়। আর এ সাতটি নিয়েই চলছে যত কাণ্ডকারখানা।

আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করে ইংরেজরা। শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন আইন-কানুন ও বিধি-বিধানেরও প্রবর্তক মূলত তারাই। প্রধানত ইংরেজদের প্রণীত এসব আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের ওপর ভিত্তি করেই সময় সময় দেশব্যাপী বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে ওঠে এবং পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রায় ২০০ বছর শাসন করে দেশ থেকে ইংরেজ বিদায়ের পর আমরা পাকিস্তানের অধীনে ছিলাম আরো ২৪ বছর। লক্ষ করার বিষয় যে শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে নয়, অন্য সব ক্ষেত্রেও একেবারে শুরু থেকে এ পর্যন্ত আমরা ইংরেজ প্রণীত আইন-কানুনগুলোর খুব একটা রদবদল বা সংস্কার করতে পারিনি। রদবদল বা সংস্কার এবং নতুন আইন-কানুন প্রবর্তন একেবারেই হয়নি, তা নয়। হয়েছে অবশ্যই। তবে কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া রদবদল বা সংস্কার এবং নতুন কিছু করার নামে যেখানেই হাত দেওয়া হয়েছে, সেখানেই কোনো না কোনোভাবে হোঁচট খেতে হয়েছে। এ সবকিছুর ফলে অনেক সময় তৈরি হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে নানা ধরনের বিপত্তি। দেখা গেছে, কোনো একটি বিষয়ে আইন জারি করা হলো। কয়েক দিন যেতে না যেতে আইনটি বলবত বা কার্যকর করার আগেই তা সংশোধন অথবা স্থগিত করা হয়েছে। অতীতে তো বটেই, এমনকি সাম্প্রতিককালেও এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যার অন্ত নেই। এসব সমস্যার সৃষ্টি অল্প দিনে বা কোনো বিশেষ সরকারের আমলে হয়নি। তবে সমাধানের দায়িত্ব ক্ষমতাসীন সরকারের ওপরই বর্তায়। সাত কলেজ ইস্যুর ব্যাপারে মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী বিদেশ থেকে দেশে ফেরার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এতে সংশ্লিষ্টরা বোধ করি আশ্বস্ত হয়েছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী যা বলার তা তো বলেই দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশনার পর পাঁচ বছরে মাত্র সাতটি কলেজের নিয়ন্ত্রণ বদল, তাও আবার দুঃসহ টানাপড়েন! শুধু সাত কলেজ ইস্যু নয়–মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বর্তমান থাকার পরও আজকের দিনে শিক্ষা ক্ষেত্রে একজন অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী কিংবা একজন অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরীর মতো ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভব করি।

লেখক : কলেজ শিক্ষক

মন্তব্য

0 Comments

Sort by Newest

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

Like Share 3 টুইট

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রীও সোনাগাছির যৌনকর্মী!

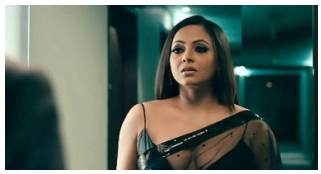

‘মশারির মতো পাতলা ফিনফিনে শাড়ি পরতে...

‘হ্যাঁ! আমি বসের সঙ্গে শুয়েছি, তো...?’

যে কারণে সরে দাঁড়ালেন ব্যারিস্টার সুমন

সেক্স টয় ব্যবহার করে বিপাকে তরুণী, করতে হলো...

ক্লাস নাইনের পড়ুয়াও ভাড়ায় খোঁজে সোনাগাছির...

পর্ন সিনেমা থেকে আসা শীর্ষ ৫ হলিউড তারকার গল্প

আ ৮ ক্রি

অনলাইন সর্বাধিক পঠিত | অনলাইন সর্বশেষ

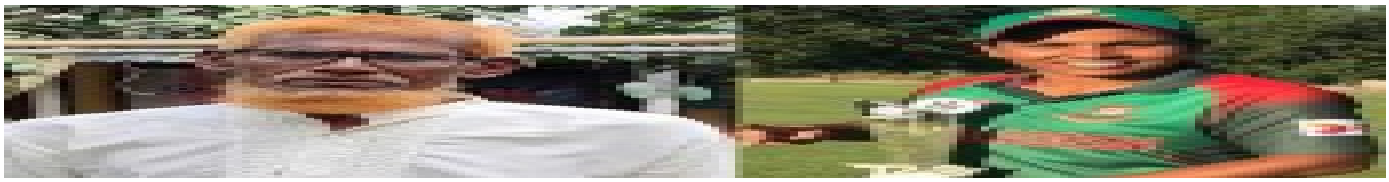

কী হবে দেশের জন্য ক্রিকেট খেলে : শামীমা (./online/country-news/2019/07/30/797703)

ntho&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails:)
ntho&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails:)
You May Like

(http://www.tripbase.com/?k=1&utm_source=taboola&utm_medium=referral_site_eastwestmedia-kalerkantho_title_New+Low+Price+on+Flights+leaving+from+Pirgachha_TB_Flights_Asia_DT_Taboola_TravelAud_EN_Kayak_IG)

New Low Price on Flights leaving from Pirgachha

Tripbase

(http://www.tripbase.com/?k=1&utm_source=taboola&utm_medium=referral_site_eastwestmedia-kalerkantho_title_New+Low+Price+on+Flights+leaving+from+Pirgachha_TB_Flights_Asia_DT_Taboola_TravelAud_EN_Kayak_IG)
(https://www.tips-and-tricks.co/various/fingers-personality/?utm_campaign=ENTcombiWWDSK&utm_source=Taboola&utm_medium=native&utm_term=eastwestmedia-kalerkantho)

See How The Length Of Your Fingers Reveal Your True Personality

Tips and Tricks

(https://www.tips-and-tricks.co/various/fingers-personality/?utm_campaign=ENTcombiWWDSK&utm_source=Taboola&utm_medium=native&utm_term=eastwestmedia-kalerkantho)
(http://www.tripminutes.com/20-hotels-in-striking-destinations-you-must-visit/?utm_source=taboola&utm_term=eastwestmedia-kalerkantho_1159850&utm_content=233830907&utm_medium=referral&utm_campaign=StrikingHotels-WW-DTM-TRM-TB)

20 Unbelievable Hotels You Won't Believe Actually Exist!

Trip Minutes

(http://www.tripminutes.com/20-hotels-in-striking-destinations-you-must-visit/?utm_source=taboola&utm_term=eastwestmedia-kalerkantho_1159850&utm_content=233830907&utm_medium=referral&utm_campaign=StrikingHotels-WW-DTM-TRM-TB)
(http://luxxory.com/sisters-took-pictures-40-years-dont-cry-see-last/?utm_source=taboola&utm_term=eastwestmedia-kalerkantho_1159850&utm_content=253942438&utm_medium=referral&utm_campaign=sister40-low-lux)

Sisters Took Pictures for 40 Years Don't Cry When You See The Last!

Luxxory

(http://luxxory.com/sisters-took-pictures-40-years-dont-cry-see-last/?utm_source=taboola&utm_term=eastwestmedia-kalerkantho_1159850&utm_content=253942438&utm_medium=referral&utm_campaign=sister40-low-lux)
(https://www.topexpensive.com/25-most-expensive-dog-breeds-in-the-world/?utm_source=taboola&utm_term=eastwestmedia-kalerkantho_1159850&utm_content=240252899&utm_medium=referral&utm_campaign=DogBreeds-WW-DTM-TEX-TB)

25 Most Expensive Dogs in the World That Are Incredibly Charming

Topexpensive.com

(https://www.topexpensive.com/25-most-expensive-dog-breeds-in-the-world/?utm_source=taboola&utm_term=eastwestmedia-kalerkantho_1159850&utm_content=240252899&utm_medium=referral&utm_campaign=DogBreeds-WW-DTM-TEX-TB)
(http://www.topgentlemen.com/these-4-sisters-took-the-same-picture-for-40-years/?utm_source=taboola&utm_term=eastwestmedia-kalerkantho_1159850&utm_content=235059576&utm_medium=referral&utm_campaign=Sisters-WW-DTM-TG-TB)

They Took The Same Picture For 40 Years. Don't Cry When You See The Last!

TopGentlemen.com

(http://www.topgentlemen.com/these-4-sisters-took-the-same-picture-for-40-years/?utm_source=taboola&utm_term=eastwestmedia-kalerkantho_1159850&utm_content=235059576&utm_medium=referral&utm_campaign=Sisters-WW-DTM-TG-TB)
(http://a-great-in-onlinedating.fyi?sub_id=taboola_306302_System1_DatingSites3_Mobile_ALL_eastwestmedia-kalerkantho&ref=taboola&compkey=dating+sites&fbid=419213968647243&fbland=View&fbserp=Purchase)

Online Dating Sites That Might Surprise You

Dating | Search Ads

(http://a-great-in-onlinedating.fyi?sub_id=taboola_306302_System1_DatingSites3_Mobile_ALL_eastwestmedia-kalerkantho&ref=taboola&compkey=dating+sites&fbid=419213968647243&fbland=View&fbserp=Purchase)
(http://boredarticles.com/travel/10-countries-that-dont-want-you-to-visit/?utm_source=taboolanovisitall&utm_medium=referral&utm_term=eastwestmedia-kalerkantho)

10 Countries That Don’t Want You To Visit

Bored Articles

(http://boredarticles.com/travel/10-countries-that-dont-want-you-to-visit/?utm_source=taboolanovisitall&utm_medium=referral&utm_term=eastwestmedia-kalerkantho)

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন, নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল, ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্রধান কার্যালয় : প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ ও সুপ্রভাত মিডিয়া লিমিটেড ৪ সিডিএ বাণিজ্যিক এলাকা, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০ ও কালিবালা দ্বিতীয় বাইপাস রোড, বগুড়া থেকে মুদ্রিত। পিএবিএক্স : ০৯৬১২১২০০০০, ৮৪৩২৩৭২-৭৫, বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৮৪৩২৩৬৮-৬৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮৪৩২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮৪৩২০৪৭, সার্কুলেশন : ৮৪৩২৩৭৬। E-mail : info@kalerkantho.com

Copyright © 2015-2019 kalerkantho.com